তারিখ 28 APR 1998
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 8

দৈনিক ইনকিলাব

খাতা কেলেংকারি

পরীক্ষা একটি ছাত্রের জীবনে, একটি মানুষের জীবনে অনেক কিছু। এ শুধু মেধার মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা জীবনব্যাপীই বিস্তৃত এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, চাকরি-নকরী অনেক কিছুই নির্ভর করে এই পরীক্ষার উপরে। পরীক্ষা ব্যাপারটির সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের একথাটি সবার চেয়ে বেশী জানা থাকার কথা। কারণ, তারা পরীক্ষা দিয়ে দিয়েই ঐসব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, তারা যেন এ ব্যাপারে উদাসীন। শুধু উদাসীনই নন, কর্তব্যে অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও সীমাহীন অমনোযোগিতার পরিচয়ও দিয়ে চলছেন প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায়। কখনও প্রশ্নপত্র ফাঁস, কখনও এক বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণকালে অন্য বিষয়ের প্রশ্ন বিতরণ, কখনও ভুল প্রশ্ন ইত্যাদি নানা ধরনের দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর পরিচয় দিয়ে আসছেন। পরীক্ষার পরে যে সব পরীক্ষক উত্তরপত্র দেখে থাকেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং তা পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে একাধিক বার। পরীক্ষার উত্তরপত্র বাজারে সের দরে বিক্রি হচ্ছে এমন সচিত্র প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। ছাত্রদের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলার জন্য যারা দায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবীও উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু, সে রকম কিছু করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই সব দুর্নীতিবাজ, দায়িত্বহীন লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করার পেছনে রহস্যটা কি?

এইতো এখন এসএসসি পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা যে কঠোর, তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। বেশ, প্রতিদিনই পত্রিকায় পাতায় বের হচ্ছে 'অসদুপায়' অবলম্বনের জন্য বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবর। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অপরের সাথে কথা না বলতে পারে, একজনের খাতা দেখে আরেকজন না লিখতে পারে, কোন প্রকার নকল না করতে পারে, মোট কথা কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় যেন না নিতে পারে, সে ব্যাপারে পরীক্ষকগণ অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক। এবং এর ব্যতিক্রম হলে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও নেমে আসছে পরীক্ষার্থীর ঘাড়ে। কিন্তু, যারা পরীক্ষা নিচ্ছেন তারা যে দুর্নীতি ও মারাত্মক কর্তব্যে অবহেলা করে যাচ্ছেন তার জন্য শাস্তি দেবেকে?

গত রবিবারেরই একটি উদাহরণ পেশ করা যায়। পরীক্ষা চলছে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের কেন্দ্রে। উত্তরপত্র বিতরণ করা হয়েছে এক ঘন্টা হয়। সহসা ধরা পড়ল এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এইচএসসি'র উত্তরপত্র। প্রথমে পরীক্ষা নেয়া বন্ধ করার নির্দেশ এল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পরে আবার হল সংশোধনের ব্যবস্থা। তা না হয় হল কিন্তু ইতোমধ্যে পরীক্ষার্থীদের যে সর্বনাশটা হয়ে গেল এর দায়িত্ব বহন করবে কে? কি করে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে এল এইচএসসি'র উত্তরপত্র? শিক্ষা বোর্ড, সংশ্লিষ্ট দায়িত্ববানরা কি করছিলেন? কেন এমন হল? কে এর জন্য দায়ী? কেন এই খাতা কেলেংকারি? কেন এরূপ আরও বহুবিদ কেলেংকারি চলতে থাকে? আমাদের দাবী হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর জবাব দিন। ঐসব দুর্নীতিবাজ, দায়িত্বহীন, কর্তব্যে অবহেলাকারী, অমনোযোগী লোকদের চিহ্নিত করুন— তাদের বহিষ্কার করুন। পরীক্ষা নিয়ে যাবতীয় কেলেংকারির অবসান ঘটান।